দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 17 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭
২২ ৫৩/০৫

ঢাবিতে ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা অভিযান চলবে ১ মাস

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ আগামী একমাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা অভিযান চলবে। স্ব স্ব ইউনিটের ডীন বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে এ অভিযান চালাবেন। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ভুয়া শিক্ষার্থী প্রায় প্রতিটি বিভাগেই পাওয়া গেছে। এ সংখ্যা দু'শতাধিক। ওদিকে 'খ' ইউনিটভুক্ত ৩টি বিভাগে ৫০ ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তির ঘটনায় জড়িত থাকার দায়ে ৩ কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সিন্ডিকেট এ সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সিআইডি কেস দাখিল করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত আরও ৩ দালালকে খুঁজছে। এ পর্যন্ত 'খ' ইউনিটভুক্ত লোকপ্রশাসন, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র লোকপ্রশাসন বিভাগেই পাওয়া গেছে ২২ জন। এছাড়া অর্থনীতি বিভাগে ১২ জন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ৬ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়েছে বলে প্রো-ভিসি আ ফ ম ইউসুফ হায়দার জানান। সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটসহ আরও কয়েকটি বিভাগে তদন্ত কমিটি এ পর্যন্ত ভুয়া ছাত্র শনাক্ত করতে পেরেছে। অভিযোগ উঠেছে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের কিছু শিক্ষক ভুয়া শিক্ষার্থী বের করার কাজকে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেজের ধুয়া তুলে তারা জুনিয়র শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, তাকে শুধু বিরতই নয়, বিভিন্নভাবে হুমকি-ধামকি দেয়া হয়েছে ভুয়া শিক্ষার্থী ধরার অভিযান থেকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য। পরে জুনিয়র শিক্ষকরা জোটবদ্ধ হয়ে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটিতে প্রবল দাবী তুললে সিনিয়রদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে দোষী কর্মচারীদেরও রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ মাধ্যমকে ব্রিফিং কালে প্রো-ভিসি এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন। ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের মূল হোতা বি এম আমিনুল ইসলামকে প্রশাসনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা রক্ষার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত কমিটিসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ডীন অফিস, সংশ্লিষ্ট বিভাগ হল এবং প্রশাসনিক ভবনের ভর্তি শাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ভুয়া ভর্তির শক্তিশালী সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটের সদস্য বি এম আমিনুল ইসলাম (ভর্তি শাখা), আবুল হোসেন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), বিমল চন্দ্র দাস (অর্থনীতি)কে সিন্ডিকেট সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে। এদের মধ্যে বিমল বিশ্বাস বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছে। আবুল হোসেনকে পলাতক অবস্থায় সাতক্ষীরা থেকে র‍্যাব সদস্যরা আটক করেছে বলে জানা যায়। বি এম আমিনুল ইসলাম এখনও পলাতক। জানা গেছে, ভর্তি জালিয়াতির পেছনে 'খ' ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডীন অফিস এবং বিভিন্ন বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিভাগ পরিবর্তন, পুনঃ ভর্তি কোটায় ভর্তিতে বেশী জালিয়াতি হয়। কলা অনুষদের ডীন অফিসের ২ জন কর্মকর্তা, সূর্যসেন ১ জন কর্মকর্তা, ভর্তি শাখার ১০ জন এবং একাডেমিক কাউন্সিলের ২ জন কর্মকর্তা এ সিন্ডিকেটে জড়িত। এদের সাথে জুনিয়র ছাত্রনেতা এবং কয়েকজন শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু কলা অনুষদের অভিযুক্ত ২ কর্মকর্তাকে রক্ষার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। বিভাগীয় ডীন তার অফিসকে স্বচ্ছ প্রমাণের লক্ষ্যে এ ব্যাপারে উঠেপরে লেগেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ মাধ্যমকে ব্রিফিংকালে প্রো-ভিসি বলেন, শুধু সমাজকল্যাণই নয়, অনেক বিভাগেই ভুয়া শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব মিলেছে। তদন্ত কমিটির সদস্য সিদ্দীকুর রহমান খান বলেন, শিক্ষার্থী ধরে এনে সিন্ডিকেটের হাতে তুলে দেয় বাহিরের প্রতিনিধিরা। কয়েকজনের নামে থানায় জিডি করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তিনি মুখ খোলেননি। সিন্ডিকেট সূত্রে জানা গেছে, শনাক্তকারী জালিয়াতদের ধরতে সিআইডিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মামলা দাখিল করা হয়েছে। পুলিশ ইমন, ইকবাল ও দিদার নামে ৩ জনকে খুঁজছে।